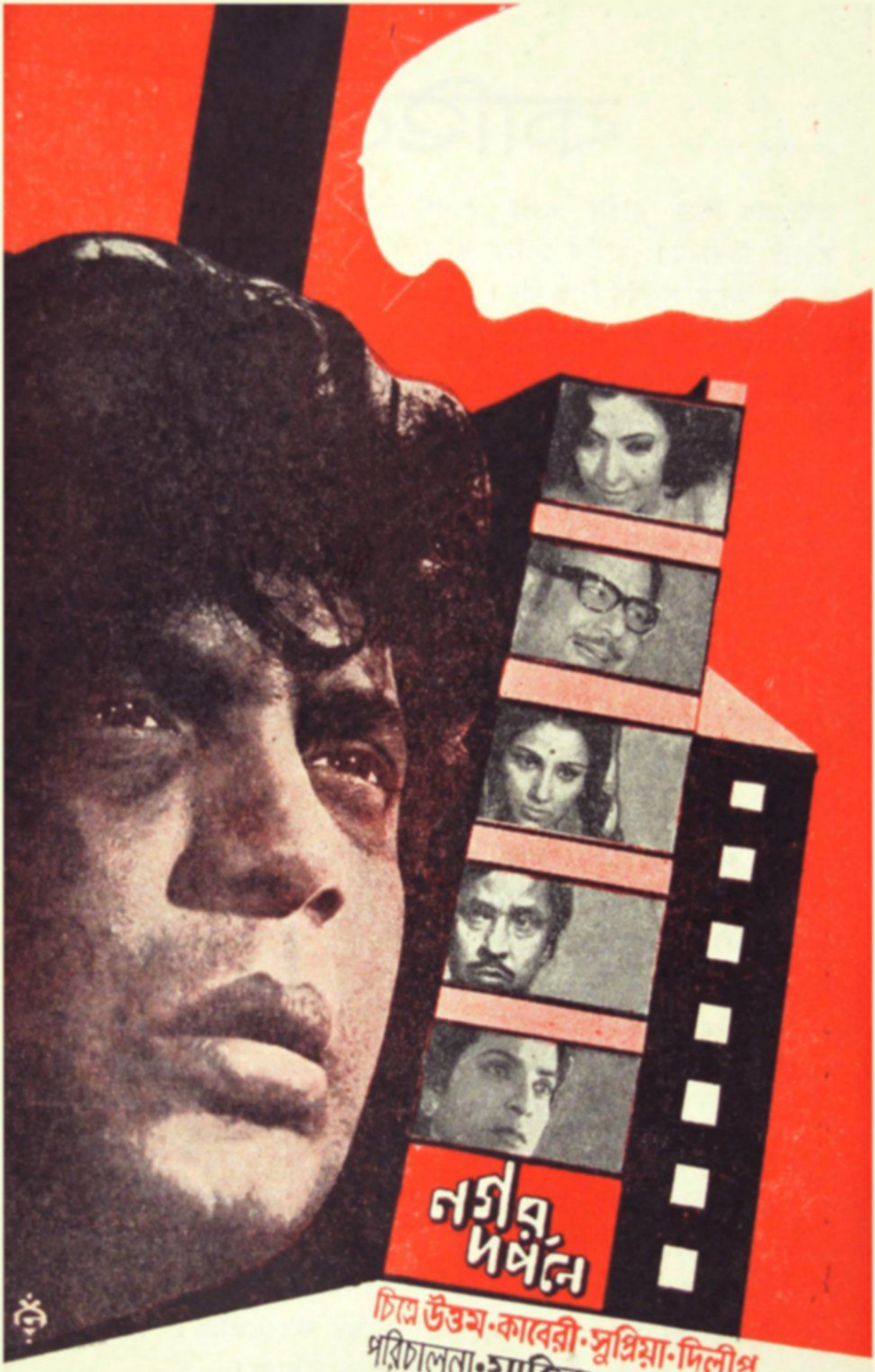
নগর দর্পনে
চিত্রে উত্তম·কাবেরী·সুপ্রিয়া·দিলীপ
পরিচালনা·যান্ত্রিক

কাহিনী

অনুপমকে ঘিরে বাড়ীর সবার অনেক দুশ্চিন্তা, রাত্রে সে ঘুমায় না, সর্বদাই চিন্তামগ্ন। বাড়ীর লোকে ভাবে অনুপমের বুঝি মাথার গোলমাল। ডাক্তার আসে, পরামর্শ দিয়ে যায়। মেজো ভাই অজিতেশ অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার বৌদি শ্রীলেখাকে সে দাদার প্রতি কড়া নজর রাখতে বলে যাতে কোন অঘটন না ঘটে। অজিতেশের স্ত্রী শুক্লা ভয়ে অনুপমকে এড়িয়ে চলে। অথচ অনুপম কিন্তু পাগল নয়। পরিপূর্ণ স্বাভাবিক সৎ, একটি সরল মানুষ।

অতীত দিনের ঘটনাগুলি অনুপমের মনে পড়ে। সংসার অচল দেখে মা তাকে ছেলেবেলায় পাঠিয়ে দিয়েছিল মামার বাড়ীতে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার জন্য। লেখাপড়া শিখে চাকরি জোগাড় ক'রে বহু বছর পর অনুপম দেশের বাড়ীতে ফিরে গিয়ে অভাবক্লিষ্ট মা ও ছোট দু' ভাই অজিতেশ ও অমিয়কে কোলকাতায় নিয়ে আসে।

অনুপম অচিরেই লেখক হিসেবে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করে। লেখার তাগিদে পুরীতে গিয়ে পরিচয় হয় শ্রীলেখার সঙ্গে। তারপর শ্রীলেখাকে বিয়ে ক'রে বাড়ীতে নিয়ে আসে।

এদিকে অনুপমের অফিসে অশান্তি বাড়ে। ওপরওয়ালার অন্যায়, অবিচার আর ব্যভিচারের প্রতিবাদে ক্ষিপ্ত হ'য়ে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অনুপম সেখান থেকে সরে আসে। চাকরি ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে শ্রীলেখার গহনা ভেঙে অনুপম ছোট ভাই অমিয়কে বিলেত পাঠিয়েছিল উচ্চশিক্ষার জন্য। ইতিমধ্যে অজিতেশ পুলিশের চাকরিতে যোগ দিয়ে বিয়ে করেছে শুক্লাকে।

হঠাৎ একদিন মা মারা যেতে অনুপমের কাছে সমস্ত পৃথিবীটা দুলে ওঠে। ইতিমধ্যে শ্রীলেখা চাকরি নিয়েছে। অজিতেশ হয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার।

এমন সময় সবকটা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হ'য়ে অমিয় বিলেত থেকে ফিরে আসে। বৌদি শুক্লাকে নিয়ে সে অকারণে সারাটা কোলকাতার হোটেল বার থেকে শুরু করে আপত্তিকর সমস্ত জায়গাগুলো ঘুরে বেড়াতে লাগলো। অনুপমের চোখে এদের এই ঘনিষ্ঠতা অস্বাভাবিক লাগে।

আঘাতের পর আঘাত অনুপমকে অস্থির ক'রে তোলে। লেখা তার আসে না লেখক হিসেবে খ্যাতি তার ক্রমেই ম্লান হতে থাকে।

অজিতেশ বাড়ীতে পার্টির আয়োজন করে অমিয়কে সুযোগ ক'রে দেবার জন্য। পার্টিতে অমিয় শুক্লার ঘনিষ্ঠতা দূর থেকে লক্ষ্য ক'রে অনুপম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

পরদিন ক্রিকেট ম্যাচ দেখে অমিয় এবং শুক্লা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় গভীর রাতে বাড়ী ফেরে। অনুপম শুক্লার ঘরে ঢুকে দু'হাতে তার মুখটি ধ'রে কৈফিয়ৎ চায়, ঠিক সেই মুহূর্তে অজিতেশ ঘরে আসে। ওদের ঐ অবস্থায় দেখে ভুল বোঝে সে, দাদাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

রাত্রে শ্রীলেখা ফুঁপিয়ে কাঁদে, অনুপম এগিয়ে যায় শ্রীলেখার কাছে আদর ও ভালবাসা জানাতে, কিন্তু শ্রীলেখা কি সে ভালোবাসায় সাড়া দিল? তারপর অকস্মাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে অনুপম। হাসি আর থামতে চায় না, চমকে ওঠে অজিতেশ, অমিয় এবং শুক্লা।

এরপর একটা ফোন। হঠাৎ অনুপমকে মেন্টাল হস্পিটালে একরকম জোর করেই স্থানান্তরিত করা হলো, কার এবং কোন অদৃশ্য ইঙ্গিতে? কেনই বা ভোর হতে শ্রীলেখা ছুটে গিয়াছিল হাসপাতালে অনুপমকে ফিরিয়ে আনার জন্য?

কিন্তু অনুপম কি ফিরলো? অনুপম কি পারলো নিষ্ঠুর অবিবেকী মানুষের মেকি পরিবেশ ও পরিজনের মাঝে ফিরে যেতে- যারা তাকে পাগল বানানোর চক্রান্ত ক'রে সুখ পায়, নিষ্কণ্টক শান্তিতে প্রশান্তির ঘন নিঃশ্বাস নেয়? এর উত্তর কোথায়? 'নগর দর্পণে'র প্রতিচ্ছবির মধ্যে তার উত্তর সন্ধান করুন—ওদের মাঝে নিজেকেও খুঁজে পাবেন হয়তো।

গান

রচনা: অতুলপ্রসাদ
কণ্ঠ: সন্ধ্যা মুখার্জী

আমার পরাণ কোথা যায় কোথা যায় উড়ে
কে যেন ডাকিছে মোরে দূর সাগর পারে
বিরহ বিধুর সুরে।
আমার পরাণ কোথা যায়
বাতাসে তাহারই কথা, তরঙ্গে তারই বারতা
জোছনা পথ দেখায় সেথায় দূরে
আমার পরাণ কোথা যায়॥
হে অধীর হে উদাসী, হে মম অন্তরবাসী
কাহার শুনিলে বাঁশী কোন প্রেমের পুরে
হে দিগন্তে নীলাম্বরে, চুম্বিছে সে নীলাম্বরী
সেথা মোর নীলকান্ত চায়, মোরে চায়
ওগো চায় কত মধুরে
আমার পরাণ কোথা যায়।

শ্রীগিরিধারী পিকচার্স নিবেদিত

"নগর দর্পণে"

কাহিনী : **আশুতোষ মুখোপাধ্যায়**

পরিচালনা : **যান্ত্রিক** আবহসংগীত : **নচিকেতা ঘোষ**

চিত্রনাট্য রচনা : পার্থপ্রতিম চৌধুরী, ও যান্ত্রিক। গীত রচনা : অতুলপ্রসাদ ॥ কণ্ঠ সংগীতে : সন্ধ্যা মুখার্জী। আলোকচিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা। সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী। শিল্প নির্দেশনা : সুবোধ দাস। শব্দগ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত ও সোমেন চ্যাটার্জী। ব্যবস্থাপনা : অনাদি ব্যানার্জী। রূপসজ্জা : নিতাই সরকার, অনাথ মুখার্জী। সাজসজ্জা : সিনে ড্রেস। পটশিল্প : রামচন্দ্র সিন্ধে। পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও। শব্দ-পুণঃ র্যোজনা ও সংগীতগ্রহণ : সত্যেন চ্যাটার্জী। ষ্টুডিও তত্বাবধান : আনন্দ মুখার্জী। আলোকসম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন দাস, সুনীল শর্মা, তারাপদ, শশী কাহার, সুভাষ ঘোষ, হংস, রামদাস। রসায়নাগার : কালী ব্যানার্জী, কমল দাস, মদন দাস, কালীপদ ঘোষ, সুশীল ব্যানার্জী। প্রচার অংকন : ডিজাইন, এ কে কনসার্ন, নিরআর্ট, রতন বরাট, পালিত, ভবানীপুর লাইট হাউস ॥ স্থিরচিত্র : এড্না লরেঞ্জ। প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন ॥**

॥ সহকারীবৃন্দ ॥ পরিচালনায় : নারায়ণ দাসগুপ্ত, উমানাথ ভট্টাচার্য। চিত্রগ্রহণে : শান্তি গুহ, বাউড়ী জানা ॥ সম্পাদনায় : শেখর চন্দ। শিল্পনির্দেশনায় : বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী। শব্দগ্রহণে : বলরাম বারুই, বাবাজী, শ্যামল। ব্যবস্থাপনায় : প্রদীপ চ্যাটার্জী, হাবুল রায়। শব্দ-পুণঃর্যোজনা : বলরাম বারুই, প্রভাত বর্মন। প্রচারে : নিতাই দত্ত, শ্রীমতী কল্যানী দত্ত, বারীন ঘোষ এম. এ। টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত। ধীরেন দাসগুপ্তের তত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস-এ পরিস্ফুটিত।

রূপায়ণে : **উত্তমকুমার,** দিলীপ মুখার্জী, কৌশিক বসু, হারাধন ব্যানার্জী, সুব্রত সেনশর্মা, গুরুদাস ব্যানার্জী, বীরেন চ্যাটার্জী, প্রশান্ত চ্যাটার্জী, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, শিশির মিত্র, বিপ্লব চ্যাটার্জী, কেষ্ট চ্যাটার্জী, নিমাই দত্ত, রবীন গাঙ্গুলী, হাবুল রায়, প্রদীপ চ্যাটার্জী, রঘুনাথ দত্ত, ভবতোষ ব্যানার্জী, সন্তু বসু, সাত্যকি রায়, অরুণ মুখার্জী, মাঃ অভিজিৎ, প্রভাত মুখার্জী, মাঃ লায়ন, অতি দাস, শান্তি চ্যাটার্জী, বি বি. রায়, নারায়ণ দাশগুপ্ত, বব দাস, দেবী ভট্টাচার্য, ননীগোপাল ধর, মাঃ অরূপ, মাঃ নিতাই বর্মন, মিহির পাল, সুবোধ দাস, তারক চ্যাটার্জী, এন, মল্লিক, হরলাল রায়, শচীন রায়চৌধুরী, শুভেন্দু রায়, **কাবেরী বসু, সুপ্রিয়া দেবী, নন্দিতা বসু, ছায়া দেবী,** গীতা প্রধান, তন্দ্রা পাল, প্রমীলা ত্রিবেদী, মিস এলিসা, স্বপ্না চক্রবর্তী, বুলা ঘোষ ও আরও অনেকে।

● বিশ্ব-পরিবেশনা : শ্রীগিরিধারী পিকচার্স, ২০, চাঁদনী চক স্ট্রীট, কলি-১৩ ●